সমকাল

তারিখ 02 NOV 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এত কষ্ট সইতে পারি না

সামাজিক ব্যাধি | শিল্পী রহমান

অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী

একদম স্কুল থেকেই যৌন শিক্ষা 'সেক্স এডুকেশন' প্রয়োজন। যেটা বাস্তব, যেটা হতে পারে, সেটা শেখানোতে লজ্জা থাকা উচিত নয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক এবং মানসিক পরিবর্তন আসবেই এবং সেই সঙ্গে কৌতূহল। এই শিক্ষার শুরুতেই অনেক কৌতূহলের উত্তর জানতে পারবে ছেলেমেয়েরা। এতে করে অল্প বয়সে মেয়েদের গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা কমতে পারে এবং অনেক ছেলেরাও জোর করে কিছু আদায় করে নেওয়া থেকে বিরত রাখতে পারে

আজ একটা দুঃস্বপ্নে ঘুম ভাঙল। দিনটা সকাল থেকেই অন্যরকম হয়ে গেল। আমি দোহাতে সবসময় ট্যাক্সিতেই চলাফেরা করি, কোনোদিন বাজে অভিজ্ঞতা হয়নি। অথচ স্বপ্নে দেখলাম, আমি ট্যাক্সিতে কোথাও যাচ্ছি, ক্লান্ত ছিলাম বোধ হয়, তাই একটু ঝিমুনি এসেছিল। একসময় দেখি, ট্যাক্সি ড্রাইভার আমার সঙ্গে কথা বলছে। 'এসি ঠিক আছে আপা? ঠিক করে দেই?' আমি বলছি, লাগবে না। কিন্তু ড্রাইভার নাছোড়বান্দা, সে ঠিক করে দেবেই। একটু বিরক্ত হলাম। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, জায়গাটা খুব অন্ধকার এবং সামনে কোনো রাস্তাও নেই। সতর্ক হয়ে গেলাম আমি। ততক্ষণে ড্রাইভার তার সিট থেকে বের হয়ে আমার দরজার দিকে আসছে। ও কাছে আসতেই জোরে দরজা খুলে ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে আমি দৌড়াতে শুরু করলাম। একটা গলিতে এসে এক ভদ্রলোককে দেখে মনে হলো সাহায্য চাই; কিন্তু ভয় হলো, এই লোকটা যে ভালো সেটা জানব কী করে? মহাবিপদ... এই সময় ঘুম ভেঙে গেল। খুব একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি নিয়ে শুয়ে থাকলাম অনেকক্ষণ। কিছুই ভালো লাগছিল না। দিন শুরু করতে পারছিলাম না।

কেন দেখলাম এমন একটা স্বপ্ন, এ কথা বোধ হয় সবাই ভাবে; বিশেষ করে এমন নাড়া দেওয়ার মতো স্বপ্ন দেখলে, সেটা অনেক সময় ভালো হতে পারে অথবা খারাপ। আমি ভাবলাম, কাল রাতে আমি দুটি ধর্ষণের ওপরে লেখা পড়েছিলাম। হয়তো এ কারণে এমন দুঃস্বপ্ন দেখা। একটা আমার এক বন্ধু লিখেছে। ওদের পাড়ায় এক মেয়ে আত্মহত্যা করেছে ধর্ষিত হওয়ার পর। আরেকটা পড়লাম, একজন নীরব প্রতিবাদ করছে ৫ বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর সেই ধর্ষককে কেন ফাঁসি দেওয়া হলো না তার প্রতিবাদে। দুটি সংবাদই খুব নাড়া দিয়েছিল আমাকে। হয়তো আমার অজান্তেই অবচেতন মনে বাসা বেঁধেছিল খবর দুটি।

ভাবছি, কোনো ছেলে কেউ বোধ হয় এমন দুঃস্বপ্ন দেখে না কখনও। দেখে? একটি মেয়ের সঙ্গে একা রাস্তায় চলতে ধর্ষিত হওয়ার ভয় কি একটি ছেলেকে ভীত করে কখনও? একটি ছেলে কি দৌড়ে কোথাও আশ্রয় খোঁজে, যেন ওর ওপরে কেউ বল প্রয়োগ করে যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হতে না পারে?

কেন এমন হলো সমাজটা? ৫ বছরের একটি বাচ্চাকে ধর্ষণ করার জায়গা কোথায়? পশুদের মধ্যে ধর্ষ নেই সত্যি; কিন্তু ওদের মধ্যে বোধ হয় এমন অসুস্থতা নেই। ওরা বিয়ে করে আইনসঙ্গত উপায়ে, হয়তো সঙ্গমে যায় না। যার-তার সঙ্গে যখন-তখনই হয়তো ওদের ভালোবাসা হয়। কিন্তু দু'জনের মতেই হয়। সেটা ভালোবাসা, জোর করে নয়। কাল যে ঘটনাটা অবচেতন মনে আমার অজান্তেই দাগ কেটেছিল, আজ তা লিখতে বসে অশ্রুধারায় গলে পড়ছে। এত কষ্ট জমে ছিল ভেতরে বুঝতেই পারিনি। বাঁধ ভাঙা অভিমান আমার উথলে উঠছে। কেন একজন স্বামী তার স্ত্রীকে নিশ্চিন্তে একজন পুরুষের কাছে ছাড়তে পারে না, কেন একজন মা তার মেয়েকে হাতছাড়া করতে পারে না! স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, দর্জির দোকান কিংবা গাউছিয়া মার্কেট, কোথাও না! কেন একটি ৫ বছরের বাচ্চাকে নিয়েও স্বস্তি নেই মানুষের! তাহলে কোথায় যাবে মেয়েরা? হঠাৎই খুব দুর্বল লাগছে। খুব দুর্বল।

আমার ছেলে বন্ধু, পুরুষ আত্মীয়-স্বজন সবাইকে অনুরোধ করছি, আমার এই লেখা পড়ে অপমানিত বোধ না করার জন্য। কারণ, আমাকে কেউ কোনোদিন কোনোভাবেই অপমান করেনি। আমি একজন ভাগ্যবতী সে ক্ষেত্রে, আমি শুধু সম্মানই পেয়েছি সারাজীবন এবং আমার মতো এমন আরও অনেকেই আছেন, যারা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পেরেছেন, পারছেন। এই ধর্ষিত মেয়েগুলো আমাদের অনেকের মতো ভাগ্যবতী হতে পারেনি।

ডেইলি স্টারে দেখলাম, ২০১৪ সালে ধর্ষিতা হয়েছে ৭৫২ জন, তাদের মধ্যে ৬০ জনকে হত্যা করা হয়েছে। ২০১৫ সালে নির্যাতিতদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আকাশচুম্বী— ৪৪৩৬টি ভাইওলেন্স এগেইনস্ট উইমেন রিপোর্ট করা হয়েছে। এর মধ্যে ১০৯২টি ছিল ধর্ষণ, এর মধ্যে ১৯৯টি ছিল গ্যাং রেপ। ৩৭৩ হয়েছে ডোমেস্টিক ভাইওলেন্স, এর মধ্যে ২৭৩ জন মারা গেছে, ৫৪ জন আত্মহত্যা করেছে এবং ৪৬ জনকে শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে।

কীভাবে কমানো যাবে এ ব্যাধি? মানুষের প্রথম শিক্ষা শুরু হয় নিজের বাসা থেকে। আমার ধারণা, সেখান থেকে শুরু করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। তারা শিখিয়েছে— ঠিক কাজ কোনটা, ভুল কাজ কোনটা। তারপর কোথাও একটা ভুল হয়ে গেছে। আর সেই ভুলের কারণেই ওরা মেয়েদের ভোগের সামগ্রী ভাবছে। শিক্ষাটা এমন হওয়া উচিত যে, মেয়েদেরকে মেয়ে এবং ছেলেদেরকে ছেলে বানানোর চেয়ে মেয়ে এবং ছেলে দু'জনকেই মানুষ বানানো জরুরি বেশি। ছেলে ও মেয়েকে যত বেশি আলাদা চোখে দেখা হবে, আলাদা করে বড় করা হবে, দৃষ্টিভঙ্গি তত বেশি ভিন্ন হবে।

মানুষের সিদ্ধান্তকে শ্রদ্ধা করতে হবে। এটা খুবই জরুরি। এই শিক্ষাটাও কিন্তু বাবা-মায়েদেরই দিতে হবে একদম শুরু থেকে। কারও ওপরে জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া বা কনভিন্স করে ওদেরকে দিয়ে কিছু করিয়ে নেওয়া— এগুলো পরোক্ষভাবে ওদেরকেই শেখানো হয় কী করে অন্যকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাজি করানো যায়। 'না' শব্দটাকে শ্রদ্ধা না করে ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাজি করিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধ করা যায়। এগুলো ছোট মনে হলেও এগুলোর প্রভাব কিন্তু অনেক বড় হতে পারে ভবিষ্যতে। সবার ক্ষেত্রে যে হবে তা কিন্তু বলছি না। কিন্তু সম্ভাবনা রয়েছে অনেক।

মেয়েদেরও কিছু করণীয় আছে। যে ছেলেটা নিয়মিত শারীরিক সম্পর্কে যাওয়ার জন্য জোর করছে অথবা বেমানানভাবে গায়ে হাত দিচ্ছে, তার ব্যাপারে সঙ্গে সঙ্গেই একটা প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে— সেটা যেই হোক, বয়ফ্রেন্ড, স্বামী, বন্ধু, কাজিন, চাচা, দুলাভাই, খালু, মামা। যেই হোক না কেন কারোরই অধিকার নেই জোর করার বা অশালীন ব্যবহার করার। এই অত্যাচার সহ্য করার কোনো মানেই হয় না। আর রাস্তায় আচমকা কেউ বিপদে ফেলে জোর করতে চাইলে তো পালানোর চেষ্টা করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু যখন পরিচিতদের মধ্যে হয়, তখন কিছু করার আছে। যেখানে থামানোর সুযোগ আছে সেখানে কোনো ধর্ষণ হবে না। সেটা থামানোর দায়িত্ব মেয়েদের। তাই বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই কারও সাহায্য নেওয়া বা কোথাও রিপোর্ট করে রাখা শ্রেয়।

পরিবারের সহযোগিতা একান্তই কাম্য এ ব্যাপারে। আমাদের মেয়েরা পরিচিত কারও নামে বড়দের কাছে অভিযোগ করলে, বড়রা তা উড়িয়ে দেয়। কারণ এমন ফেরেশতার মতো চাচা এসব কাজ করতেই পারে না। সে ক্ষেত্রে মেয়ে ভুল বলছে। এর পরেরবার সে মেয়ে এর চেয়ে বড় অভিযোগ করা থেকেও বিরত থাকে। আবার অনেক সময় দেখা গেছে, দুলাভাই সুযোগ নিতে চাইছে, এটা বলা যাবে না। কারণ তাহলে বড় বোনটার শান্তি নষ্ট হবে। সে ক্ষেত্রে দুই বোনকেই অসম্মান করা হলো একদম নিজের পরিবার থেকেই। জন্মই তখন আজন্ম পাপ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ কোথাও যেন যাওয়ার জায়গা নেই।

অনেক সময় অনেক ছেলে বন্ধু মনে করে, মেয়েটার এত সম্পত্তি আছে তার থেকে একটু দিলে কী আর এমন ক্ষতি হবে। কিছু তো আর কমে যাচ্ছে না। শরীর কিন্তু আসলে মন্দিরের মতো, তাকে কে কীভাবে রক্ষা করবে, সেটা সে বোঝে। ক্ষতি তখনই হয়, যখন মেয়েটা স্বইচ্ছায় অংশগ্রহণ না করে। যার সম্পদ সে দেবে কি-না এটা তার সিদ্ধান্ত এবং যখন দিতে চায় না তখন ভুলিয়ে-ভালিয়ে, না হলে জোর করে আদায় করে নেওয়াটা ধর্ষণ। তাই মেয়েরা এমন অবস্থায় শুরুতেই শক্ত হাতে দমন করতে হবে পুরুষের এই অদম্য ইচ্ছাকে।

একদম স্কুল থেকেই যৌন শিক্ষা 'সেক্স এডুকেশন' প্রয়োজন। যেটা বাস্তব, যেটা হতে পারে, সেটা শেখানোতে লজ্জা থাকা উচিত নয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক এবং মানসিক পরিবর্তন আসবেই এবং সেই সঙ্গে কৌতূহল। এই শিক্ষার শুরুতেই অনেক কৌতূহলের উত্তর জানতে পারবে ছেলেমেয়েরা। এতে করে অল্প বয়সে মেয়েদের গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা কমতে পারে এবং অনেক ছেলেরাও জোর করে কিছু আদায় করে নেওয়া থেকে বিরত রাখতে পারে।

একদম মানসিক বিকারগ্রস্ত যারা, উদাহরণস্বরূপ এই ধর্ষককে বলা যেতে পারে যে একজন ৫ বছরের বাচ্চাকে নিয়ে আনন্দ পেতে চেয়েছে— তাদের সমাজে ছেড়ে দেওয়া খুবই বিপজ্জনক। এমন আরও আছে, যারা অসামাজিক এবং অগ্রহণযোগ্য অপরাধে অপরাধী হয়, তাদেরকে সঙ্গত কারণেই মানসিক চিকিৎসার শরণাপন্ন হতে হবে।

আর সবশেষে দেশের আইন-শৃঙ্খলাকে কঠোর হতেই হবে। বিশেষ করে গ্রামের দিকে কোন শিক্ষা কতটুকু কাজে লাগবে জানি না। সেখানে একমাত্র আইনই পারে কিছুটা পরিবর্তন আনতে। ভয় পেয়ে যদি অন্তত পক্ষে সুযোগ নেওয়া বা জোর করে কিছু করা থেকে নিজেদের সংযত করতে শেখে।